বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৫.২১-৬০৪

তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
৩০ নভেম্বর ২০২১

পরিপত্র-২

বিষয় : নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীর যোগ্যতা, জামানত, ব্যাংক হিসাব খোলা, মনোনয়নপত্র বাছাই, আপিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ইত্যাদি

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রস্তাবক-সমর্থকের যোগ্যতা, মনোনয়নপত্র দাখিল, জামানত, ব্যাংক হিসাব খোলা, মনোনয়নপত্র বাছাই, আপিল, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও নির্বাচনের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে বিধানাবলী ও নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

০২। **মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা:** মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাইকালে আইনের উল্লিখিত বিধান পুংখানুপুঙ্খ পরিপালন করে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করতে হবে।

০৩। **প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারী যোগ্যতা:** (১) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের অন্য কোন ভোটার, আইনের ধারা ৯(১) এর অধীন মেয়র নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

(২) আইনের ধারা ৯(১) এর অধীন কাউন্সিলররূপে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) আইনের ধারা ৫(১) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ধারা ৩০ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) আইনের ধারা ৫(১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর পদের জন্য ধারা ২৭ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

০৪। **মনোনয়নপত্র:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা,২০১০ এর ১২ বিধি অনুসারে –

(১) আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র–

(ক) মেয়র নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' এ দাখিল করতে হবে;

(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-

(অ) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলি ব্যাংকের রসিদ;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৯(২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নন মর্মে তার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকবে যে, তাদের কেউ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে একই পদে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই;

(ইই) Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 184A এর বিধান অনুসারে ১২ অংকের টিআইএন (Taxpayer's Identification Number) সনদের কপি এবং section 75 এর sub-section (1) এর clause (e) এর বিধান অনুসারে সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদ (Return of Income) এর কপি;

(ইইই)রাজনৈতিক দলের মনোনীত মেয়র প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র থাকবে যে, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত দল হতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাজনৈতিক দল কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করলে উক্ত দলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনেও প্রেরণ করবে;

(ইইইই) স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর প্রার্থিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের ৩০০ (তিনশত) জন ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মেয়র পদে ইতিপূর্বে নির্বাচিত হয়ে থাকলে তাঁর জন্য ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা দাখিল করার প্রয়োজন হবে না; এবং

(ঈ) মেয়র বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে তার মনোনয়নপত্রের সাথে নির্ধারিত ফরমে শপথপূর্বক হলফনামা দাখিল করতে হবে, যাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকবেঃ-

(১) তার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(২) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(৩) তার বিরুদ্ধে অতীতে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে তার রায় কী ছিল;

(৪) তার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(৫) তার আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) তার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় এর বিবরণী; এবং

(৭) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে তদকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

(২) কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসেবে অথবা সমর্থনকারী হিসেবে মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদে একের অধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার একই পদে অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তা হলে এরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক **৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/ ১৫ ডিসেম্বর ২০২১** তারিখে বা এর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসার তা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

(৫) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

(৬) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং তাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন সেটিও উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করবেন।

(৭) রিটার্নিং অফিসার তদকর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে এতে বর্ণিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর ফরম-‘গ’ অনুসারে প্রস্তুত করে তার কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন কোন স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবেন।

০৫। **জামানত:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালার ১৩ বিধি অনুসারে -

(১) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সাথে, অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ২০(বিশ) হাজার টাকা, ৫(পাঁচ) লক্ষ এক হতে ১০ (দশ) লক্ষ ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ৩০(ত্রিশ) হাজার টাকা, ১০(দশ) লক্ষ এক হতে ২০(বিশ) লক্ষ ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং ২০(বিশ) লক্ষ এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত নির্বাচনি এলাকার জন্য ১(এক) লক্ষ টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলি ব্যাংকের রসিদ জমা দিতে হবে।

(২) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সাথে, অনধিক ১৫ (পনের) হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা, ১৫ (পনের) হাজার এক হতে ৩০ (ত্রিশ) হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ২০ (বিশ) হাজার টাকা, ৩০ (ত্রিশ) হাজার এক হতে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা এবং ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলি ব্যাংকের রসিদ জমা দিতে হবে।

(৩) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সাথে ১০ (দশ) হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার বা কোন তফসিলি ব্যাংকের রসিদ জমা দিতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না।

(৪) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না।

(৫) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম ‘খ’ তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না।

(৬) রিটার্নিং অফিসার জমাকৃত জামানতের অর্থ ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদান করবেন।

(৭) রিটার্নিং অফিসার বা কোন প্রার্থী কর্তৃক টাকা জমাদানের খাত হলো ‘‘৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩’’।

নির্ধারিত সময়ে জামানতের টাকা সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদানপূর্বক এর একটি হিসাব বিবরণী নির্বাচন

কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন।

উপরোল্লিখিত বিধি-বিধানের আলোকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষে সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে মেয়র ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে জামানতের অর্থ নির্ধারণপূর্বক রিটার্নিং অফিসার স্থানীয় ভাবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করবেন।

০৬। **ব্যাংক হিসাব খোলা:**

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে প্রার্থীকে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি নতুন একাউন্ট খুলতে হবে, যার নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

(খ) নির্বাচনের সমূদয় ব্যয় এই একাউন্ট নম্বর হতে করতে হবে।

(গ) নির্বাচনের পর নির্বাচনের ব্যয়ের যে রিটার্ন জমা দিতে হবে তার সাথে উক্ত একাউন্টের ব্যাংক স্টেটমেন্টও জমা দিতে হবে।

০৭। **রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর ক্ষেত্রে মনোনয়ন:** কোন রাজনৈতিক দল কোন সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না। একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করবে এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবে। আপনি উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর দলীয় মনোনয়নের সাথে মিলিয়ে সেটি যাচাই করবেন। এ বিষয়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নির্বাচনি সহায়তা-১ শাখায় যোগাযোগ করবেন।

০৮। **মনোনয়নপত্রের সাথে আয়কর রিটার্নের কপি দাখিল:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ১২ বিধি এর উপবিধি (৩) এর উপদফা (ইই) অনুসারে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীগণকে অবশ্যই মনোনয়নপত্রের তৃতীয় অংশের ৪ (চার) নম্বর ক্রমিকে ১২ (বার) অংকের টিআইএন উল্লেখ করতে হবে এবং সম্পদের বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৯। **মনোনয়নপত্র বাছাই:** (১) প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁর নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপবিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদ্বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) প্রার্থী মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য নন;

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করার যোগ্য নন;

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই;

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নয়;

(ঙ) বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (গ) এর অধীন হলফনামা দাখিল করা হয় নাই, বা দাখিলকৃত হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদান করা হয়েছে, বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল করা হয় নাইঃ

তবে শর্ত থাকে যে,-

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নয় এরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করার জন্য সুযোগ প্রদান করতে পারবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে তার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবেন।

উল্লেখ্য যে, একজন প্রার্থীর অনুকূলে একটি মনোনয়নপত্র গৃহীত হলে, সেই প্রার্থীর অনুকূলে দাখিলকৃত অন্যান্য মনোনয়নপত্রে নিম্নরূপভাবে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে হবে; যেমন- ''যেহেতু প্রার্থীর অনুকূলে দাখিলকৃত একাধিক মনোনয়নপত্রের মধ্যে একটি মনোনয়নপত্র গৃহীত হয়েছে সেহেতু এ মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।''

১০। **আপিল:** (১) বিধি ১৪ (৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উপবিধি (৩) এর অধীন আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।

(২) কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা, বিধি ১৪(৪) এর অধীন মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত প্রার্থী বা কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপবিধি (৩) এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।

(৩) উপবিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ-কে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ করেছেন এবং বিধি ১০ (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৪) মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল, সরাসরি অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে সেরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, তা দায়েরের তারিখ হতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং অনুরূপ আপিলের ক্ষেত্রে আপিলকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

১১। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ:** (১) রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করবেন।

(২) বিধি ১৫ এর অধীন যদি কোন আপিল দায়ের করা হয়ে থাকে, তা হলে উক্ত আপিলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, উপবিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম ''ঘ'' তে প্রস্তুত করে তাঁর অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে প্রকাশ করবেন এবং একটি তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন।

১২। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার:** (১) বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী তদকর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা এর পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাবে না।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীন প্রত্যাহারের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত দস্তখত প্রার্থীর, তা হলে তিনি নোটিশের একটি ফটোকপি তার অফিসের সহজে দৃষ্টি গোচরে আসে এমন কোন স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবেন।

১৩। **ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু:** (১) ভোটগ্রহণের পূর্বে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির দ্বারা বাতিল করে দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানাবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে অবহিত হওয়ার অব্যবহিত পর কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার সংশ্লিষ্ট পদে নূতন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তবে ইতঃপূর্বে কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকলে এবং তিনি তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে থাকলে তাকে নূতন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।

১৪। **বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন:** সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংরক্ষিত বা সাধারণ আসনের কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম ''ঙ'' তে একটি বিবরণী প্রেরণ করবেন এবং তার অফিসের নোটিশ বোর্ডে এর কপি টাঙ্গিয়ে দিবেন।

১৫। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন:** সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হলে উক্ত পদের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

১৬। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ:** (১) প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার ফরম 'চ'-তে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত নাম, ঠিকানা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নাম এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং বিধি ১০ এর উপবিধি (১) (ঘ) এর অধীন নির্ধারিত ভোটগ্রহণের তারিখের অন্তত ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রস্তুতকৃত তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে অথবা নিম্ন বর্ণিত স্থানে প্রকাশ করবেন, যথাঃ-

(ক) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নগরীর প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে; এবং

(খ) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে।

(২) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পরবর্তী দিনে, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্টকে ফরম 'চ'-তে প্রকাশিত তালিকার একটি কপি সরবরাহ করবেন।

উল্লেখ্য যে, যদি কর্পোরেশনের মেয়র বা সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে একাধিক প্রার্থীর নাম এক হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পিতার নাম 'চ' ফরমে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৭। **মনোনয়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলি সরবরাহ:** মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই, আপিল দায়ের, নিষ্পত্তি ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাবলি আপনার নিকট হতে সংগ্রহ করা হবে।

একই সাথে **পরিশিষ্ট-ক** এ বর্ণিত ছকে উক্তরূপ গ্রহণ, বাছাই, আপিল দায়ের, নিষ্পত্তি ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত ছকটি পূরণ করে যথা সময়ে অত্র সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৮। **একই সংগে মেয়র ও কাউন্সিলরের নির্বাচন অনুষ্ঠান:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৬ অনুসারে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখে একই সংগে মেয়র এবং কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৯। **আইন ও বিধিমালার বিধান অনুসরণ:** মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ, বাছাই, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের, আপিল নিষ্পত্তি থেকে ভোটগ্রহণ পর্যন্ত নির্বাচনের সমূদয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে পরিপত্র বা ম্যানুয়েলে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ ও স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ অথবা অন্যান্য আইন ও বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে অথবা অস্পষ্ট প্রতিয়মান হলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার ধারা বা বিধিই কার্যকর হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।

২০। **ভোটগ্রহণের সময়সূচি:** রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত সময়সূচি সম্পর্কে, তার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, জনসাধারণকে অবহিত করবেন। এই প্রসংগে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **ভোটগ্রহণ আগামী ০২ মাঘ ১৪২৮/ ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হবে।** তদনুযায়ী বিধি ২৭ মোতাবেক আপনি ভোটগ্রহণের সময় উল্লেখ করে আপনার বিবেচনামতে উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নোটিশ জারি করবেন।

২১। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করছি।

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-০২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
Email: sasemc1@gmail.com

প্রাপক :

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৫.২১-৬০৪

তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ / ৩০ নভেম্বর ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব .... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১১. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ও আপিলকারী কর্তৃপক্ষ [২৪ ডিসেম্বর ২০২১ এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে দায়েরকৃত আপিলসমূহ নিষ্পত্তি করার অনুরোধসহ]

১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ

১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১৪. প্রকল্প পরিচালক, ইভিএম প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা

১৬. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা

১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]

১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য অনুরোধসহ]

১৯. জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

২০. পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ

২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

২২. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)

২৩. ....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

২৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)

২৫. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, নারায়ণগঞ্জ

২৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ...., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৯. উপজেলা/ থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.............................(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

৩০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা......................................(সংশ্লিষ্ট) থানা।

৩০/১২/২০২১

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
Email: sasemc1@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, আপিল, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তথ্য প্রদানের ছক

মেয়র পদের জন্যঃ-

দাখিল সংক্রান্ত তথ্য		বাছাইয়ে বাতিল সংক্রান্ত তথ্য	আপিল সংক্রান্ত তথ্য	বৈধ প্রার্থীর তথ্য	প্রত্যাহার সংক্রান্ত তথ্য	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংক্রান্ত তথ্য	
মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র	বাতিলকৃত প্রার্থীর নাম (সংক্ষেপে বাতিলের কারণসহ)	আপিল দায়েরকৃত প্রার্থীর নাম/যার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়েছে (গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে সংক্ষিপ্ত আপিলের বিষয়বস্তু)	বৈধ প্রার্থীর নাম	প্রত্যাহারকারী প্রার্থীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র

সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের জন্যঃ-

পদের নাম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর	দাখিলকারীর সংখ্যা	বাছাইয়ে বাতিলকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সংখ্যা	গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সংখ্যা	বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা	প্রত্যাহারকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর								
মোটঃ								

সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্যঃ-

পদের নাম	সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	দাখিলকারীর সংখ্যা	বাছাইয়ে বাতিলকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সংখ্যা	গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সংখ্যা	বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা	প্রত্যাহারকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
সাধারণ আসনের কাউন্সিলর								
মোটঃ								